# হৃদয় জানালা

কত দূরের মানুষটা হঠাৎই কাছের হয়ে যায়। যায় দু'টো কথা দিয়ে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। হয়তো এ কথায় নয় 'তোমার কথা মনে হয়' কিংবা 'তোমাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি'। অথবা এর থেকেও সাধারণ কোনো কথা। যার সারকথা আমি তোমাকেই ভালোবাসি। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালা'র পাতায়... দূরের মানুষটিকে কাছের করে নিন। করে নিন একেবারে আপন...

## মরুসম হৃদয়ে শ্রাবণ বারি সিঞ্চন

মানব হৃদয় হলো নিভৃত নভোমন্ডলের পথচারী আর ভালোবাসা হলো তার সুশীতল ছায়া। বৃক্ষ যেমন তরুলতাকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠে, যাবতীয় সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা শেয়ার করে লতারূপী অবলম্বনকে। রাতের নির্জন তারা যেমন অন্ধকারের সহযাত্রী, চাঁদ যেমন জোছনার, সাগরের জল যেমন তরঙ্গ, দূর পাহাড় যেমন সুবিশাল দিগন্তের নির্মল আকর্ষণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, যাবতীয় অনাচার, অনাসৃষ্টির জঞ্জাল দু'হাতে দূর করে আসুন না নতুন শতাব্দীকে নতুনভাবে বন্ধুত্বের মাধ্যমে বরণ করে নিই, শূন্য থেকে শুরু করে অসীমের পানে ধাবিত হই। এমন কেউ কি আছেন? সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে দেবেন এ মরুসম তৃষিত হৃদয়ে, আবেগ আর ভালোবাসার শ্রাবণ বারি সিঞ্চন করবেন, জীবনের প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করবেন। যিনি সুখের সময়ে পাশে থাকবেন, আর দুঃখের সময়েও হারিয়ে যাবেন না অন্য কোনো গ্রহে।

**মোঃ মাজহার, ২৩, বসুপাড়া রোড, খুলনা**

## ফেরার পথ নেই

আমি যখন আকাশে রঙধনুর বর্ণিল রঙের খেলা দেখতে চাইলাম, তখন আকাশে জমলো শ্রাবণের মেঘ। আমি যখনই পাহাড়ের সবুজে ফোটা না জানা ফুলের মেলা, খেলতে চাইলাম তখনই পাহাড়গুলো ধবল তুষারে আচ্ছাদিত হলো। আমি যখন সাগরের বিশালতায় নীল জলের তরঙ্গ দেখতে চাইলাম তখনই সাগরে উঠলো ঘূর্ণিঝড়। আমি সবুজ অরণ্যের কাছে দু'হাত পেতে বসন্তে ফোটা ফুল পেতে চাইলাম, অথচ আমার দু'হাতে শুধুই ঝরা পাতার স্তূপ পেলাম! এমনিভাবে সমস্ত প্রকৃতি যখন ক্রমশ বৈরী হয়ে উঠতে শুরু করলো, তখন একদিন আমি ফিরতে চাইলাম আমার নিজস্ব গন্ডিতে, বহুদিন যেখানে ফেরা হয়নি। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে দেখলাম হৃদয়ের পলিমাটিতে পলাতক সারসের পদচিহ্ন, অনুভবের অরণ্যে ঝরা পাতার দীর্ঘশ্বাস জমে আছে, স্মৃতির আয়নায় শুধুই বিস্মরণের কুয়াশা। একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতার শীর্ষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে এই প্রথম অনুভব করলাম আজ আমার কোথাও আর ফেরার পথ নেই! হ্যালো! আমি সুজন। আমার লেখা এই অন্তর্নিহিত অনুভবের বহিঃপ্রকাশে সমৃদ্ধ কবিতাটি যদি অন্তত একজন অনুভূতিসম্পন্ন পাঠককে স্পর্শ করতে পারে তবেই আমার লেখা সার্থকতা পাবে। সেই একজনকেই লেখার আহ্বান জানাচ্ছি, যার ভেতরে সত্যিকারের মানবীয় অনুভূতিগুলো এখনো অক্ষুণ্ন আছে।

**সুজন, রুম নং-০১৯, জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

## না বিরহে না প্রেমে

প্রেম—একবার ছুঁয়ে যাও আমার দু'চোখ
চুলগুলো অবিন্যস্ত, বিলি কেটে যাও
ঠোঁট দু'টো শুষ্ক মৃত্তিকা, চুম্বন এঁকে দাও
ললাটে মলিন রেখা
মুছে দাও শাড়ির আঁচলে।
আমি বিরহের সঙ্গে শয্যা পেতেছি দেড় যুগ
দু'চোখে এঁকেছি বিরহ কাজল
বিরহের বালি দিয়ে স্বপ্নের বাসর গড়েছি।
আমি বৈশাখী ঝড়ের সমুখে
মেলেছি কাকতাড়ুয়ার মতো সরল দু'হাত
কখনো স্রোতের উজানে শার্টের বোতাম খুলে দাঁড়িয়েছি
আনাড়ি নাবিক
গ্রীষ্মের দারুণ খরায় খোলা মাঠে লাঙ্গল ঠেলেছি
বসন্তের মাতাল হাওয়ায় সুতোকাটা ঘুড়ির মতন
স্বপ্নগুলো ভেসে গেছে
মাঘী পূর্ণিমার রাতে যুগল বৃক্ষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে
কুয়াশায় ভিজে ভিজে হেসেছি কেঁদেছি—
বিরহের সঙ্গে আমি জীবনের পাশাখেলা খেলেছি
অনেক কখনো হারিনি—
ও প্রেম—আমি একবার হারতে চাই
ঝরাপাতার সঞ্চয় তোমার দু'পায়ে ফেলে সর্বস্বান্ত হতে চাই
সবুজ পাতার বুকে কীটের নাচন দেখতে চাই
শ্রাবণ মেঘের ফাঁকে পূর্ণিমার আলো দেখতে চাই
ও প্রেম— শুধু একবার ছুঁয়ে দাও আমার দু'চোখ
আমি তোমার স্পর্শ নিয়ে অন্ধ টিরেসিয়াসের মতো
ত্রিকালদর্শী হতে চাই
পুনর্জন্ম পেতে চাই।

**আবু মুহম্মদ রইস**
**বাংলা বিভাগ, রংপুর ক্যাডেট কলেজ**

## কল্পিত রাজকন্যার অপেক্ষায় আছি

'প্রেম একবার এসেছিল নীরবে'— হ্যাঁ কথাটি সত্য, বাস্তবে আমার প্রেম আসেনি। তবুও আমি অপেক্ষা করছি আমার সেই কল্পনার রাজকন্যার জন্য। কল্পনা কখনো বাস্তব হয় কিনা জানি না, তবু কল্পনা করতে ভালো লাগে। তার ভালোবাসা পেতে বড্ড মন চায়। ভালোবাসাহীন জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ ও যন্ত্রণাময় মনে হয়, আর কিছুই ভালোলাগে না আমার। ভালোবাসা একটি পবিত্র শব্দ। ভালোবাসা শব্দের সঙ্গে একটি সুন্দর মনের এবং বন্ধুত্বের অদ্ভুত মিল রয়েছে। কিন্তু এ ভালোবাসা শব্দটিই মাঝে মাঝে আমাকে ভড়কে দেয়। ভালোবাসার নামে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যা ভালোবাসার মতো পবিত্র শব্দটিকে কলুষিত করেছে। ভালোবাসাকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিবেকের দংশনে কেঁদে ওঠে আমার সেই অব্যক্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভালোবাসা।

আমার সেই কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা রাজকন্যাকে আমি কোন ভালোবাসায় জড়াবো? ভালোবাসা যেখানে কলুষিত, মুখভরা শুধুই মিষ্টি কথার ছলচাতুরী, সেখানে কি আমার কল্পনার সেই রাজকন্যা আসবে? এই কিম্ভূতকিমাকার পৃথিবীতে যেখানে মানবতা বার বার লুণ্ঠিত হয়, সেখানে আমার কল্পনার রাজকন্যাকে হয়তো পাব না কিন্তু এ পাগল মনকে কি করে বোঝাই? 'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে, তোমাকে করেছে রানী'— ভালোবাসার এই করুণ আর্তি ঝংকৃত হচ্ছে আমার এই কম্পিত হৃদয়ে। আর তাই আমি অপেক্ষায় আছি সেই কল্পিত রাজকন্যার জন্য।

**মোঃ শহীদুল ইসলাম বাচ্চু**
**প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ২য় বর্ষ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা**

# চিরকুট

## বন্ধু চাই

সময় আজ সব কথার প্রান্তে এসে ছুঁয়েছে। বেঁচে বর্তে আছি। কোনো দুঃখ বোধ কুরে কুরে শ্যাওলা জমাতে পারে না। লোচন সিক্ত হয় না। কঠিন পাথরে অন্তর বিকশিত হতে চায়, চায় নিঃসঙ্গতার চোরাবালি থেকে মুক্তি। জ্যোৎস্নায় প্রহরীর হুঁশিয়ারিতে সতর্ক দৃষ্টি আজ। হয়তো কখনো দিগন্তের ওপাশ হতে স্বপ্নরা আসবে। উদাস ভাব মন্দ না, তবুও... বন্ধুর পরশ চাই। সুন্দর কোমল মনের যে কেউ হাত বাড়াও, ফেরাবো না। যতটুকু চাও, দেবার জন্য ইচ্ছের পালক ছড়াবো... বসাবো রঙে রঙে প্রজাপতির মেলা। হাঁক দাও হে বন্ধু।

**নিশাদ, প্রযত্নে : হেলাল খান, ২২১/এ রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম-৪০০০, মোবাইল-০১৭-১২৮৪৯৮, ই- মেইল : ithillcom@msn.com**

## ভাবনা

চিত্রা বান্ধবীর ভাবনায় যাকে চয়ন করতে চাই, যে হবে সত্যিকারভাবেই চিত্ত প্রসাদ। আমার জন্য সারাক্ষণ থাকবে চাপল্য। যাকে নিয়ে আজন্ম সুখভোগ করা যাবে। চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাবে শুধু ভালোবাসা আর ভালোবাসা। কে তুমি চিত্রা, আস, ফিরিয়ে দাও আমার চৈতন্য। স্বাগত তোমাকেই।

**চঞ্চল, মোবাইল : ০১৭৩৭০৬৬২**

## বরিশালের ধিয়াকে

যে সাগরসম বিশ্বাসের বিশালতায় আপনি সুন্দর মনের বন্ধুর আশা করেছেন আমি আপনাকে সেই বিশ্বাসের মর্যাদাটুকু অন্তত দিতে চাই। আমি সুন্দর মনের এবং বিশ্বস্ত কি না তা না হয় পরেই জানলেন। বিস্তারিত জানিয়ে সরাসরি লিখুন।

**বাশার, প্রযত্নে : আব্দুল কাদের ম্যানশন (২১০), সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার জিপিও, রাজশাহী-৬০০০**

## ভালোবাসার মানুষ

খুব ইচ্ছে করে কাউকে পাশে নিয়ে সমুদ্রের বালুকাবেলায় হাঁটতে, পাহাড়ে কারো হাতে হাত রেখে সূর্যাস্ত দেখতে, ভরা পূর্ণিমায় তাকে পাশে নিয়ে স্বপ্নের দেশে ভেসে যেতে, বর্ষায় তাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে। গভীর রাতে লং ড্রাইভে তাকে নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে অজানার দেশে। কিন্তু আমার সেই ভালোবাসার মানুষকে এখনো খুঁজে পাইনি জীবনের এই বেলাভূমিতে। কখন সে আসবে আমার জীবনে সত্যি হয়ে। যাকে আমি দিতে পারবো আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা। যে হবে আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। যাকে ঘিরে আবর্তিত হবে আমার জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া। আসবে কি কেউ আমার জীবনে ভালোবাসার মানুষ হয়ে যাকে নিয়ে আমি ভেসে যাবো ভালোবাসার গহীন সমুদ্রে। এমনই একজনের প্রত্যাশায়–

**মৃন্ময়ী**

## বন্ধুত্বের অপেক্ষায়

অবসর সময়ের ক্লান্তি দূর করতে চাই আড্ডা, কিছু মনের কথা বলা। তাই চাই দূর থেকে এমন একজন বন্ধু, যাকে আমি আমার মনের সব কথা বলতে পারবো, বোঝাতে পারবো আমার হৃদয়ের সমস্ত অপূর্ণতার কথা। কেউ কি আছেন?

**সজল, ৩৫৬/ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২**

## ব্যতিক্রমী ভালোবাসার আহ্বান

প্লেটনিক ভালোবাসা নয়, চাই পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা। কিন্তু পুরুষ হলেই যে মেয়েদের ভালোবাসতে হবে এ চিন্তাধারায় আমি বিশ্বাসী নই। সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রমাণ করে। আমি চিন্তাধারায় এমন এক ব্যতিক্রম হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয় তা কাউকে নিয়ে শেয়ার করার জন্য নিশ্চয়ই প্রকৃতি আমার জন্য কাউকে ঠিক করে রেখেছে কিন্তু আমি তাকে এখনও খুঁজে পাইনি। তুমি কোথায়? সাড়া দাও। আমরা দু'জনা ভাঙবো গতানুগতিকের সব নিয়ম।

**তানভীর, ৭৭-ই পূর্ব রামপুরা, (৩য় তলা) ঢাকা, মোবাইল : ০১৭-৩১২১১৩**

## বন্ধুত্বের নিবাস কোথায়?

আমি প্রতীক্ষারত সুন্দর গোলাপের জন্য। কিন্তু বন্ধুত্বের নিবাস কোথায় জানি না, ভালোবাসার আশ্রয় কোথায় জানি না, অনুভূতির উৎস কোথায় তাও আমার জানা নেই। এসব অজ্ঞাত উত্তর কোথায় পাবো জানি না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

**মোঃ জুলেয় আরমান , প্রযত্নে : রাসেল জেনারেল স্টোর, ৪৮ নং মেরাদিয়া পোড়াবাড়ি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯**

## হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়া

আকাশের দিকে হাত বাড়ালে শূন্যতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। তাই চাওয়া-পাওয়ার গন্ডিটা মাটির কাছাকাছি হওয়া ভালো। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত, মার্জিত, সুন্দর মনের কোনো মেয়ের সঙ্গে পত্রমিতালীর মাধ্যমে বন্ধুত্ব থেকে জীবনসঙ্গিনী করতে চাই। আমার এই চাওয়া কি মাটির কাছাকাছি নয়? আমার এই লেখাটি কি কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত, মার্জিত, সুন্দর মনের মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে? অপেক্ষায় রইলাম।

**Mahbubul Alam Liton**
**Sonil B/D 2nd Floor, Chang-No-Ku, Young-Gi-Dong, 110-2 Seoul-Korea**
**E-mail : malambogra@yahoo.com**

## একজন বন্ধুর খোঁজে

এক এক করে জীবন থেকে ঝরে গেছে অনেকটা দিন, নীরবে নিভৃতে। স্বপ্নবিলাসী মন আমার স্বপ্নকে লালন করে বেঁচে আছি। নদীকে যেমন সাগর থেকে, তেমনি স্বপ্নকেও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঁচা যায় না। মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। নিজের মতো করে নিজে থাকলেও নিজের ভেতর এক ধরনের গভীর শূন্যতা অনুভব করি। শুধু কষ্ট আর কষ্ট। কষ্টের পৃথিবীতে আমি একা। কিন্তু আমি একটা পরিবর্তন চাই। পৃথিবীতে সবচেয়ে পবিত্রতম সম্পর্ক হলো বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের কাছে সব দীনতাও হার মানে। তাই সহজ-সরল, শিক্ষিত, রুচিশীল, মুক্তমনের ছাত্রী, চাকরিজীবী মেয়েদের লেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**সুচরিত চৌধুরী, চিটাগাং মোটরস ৫৫৩ ডি.টি রোড, আশরাফ মার্কেট কদমতলী, চট্টগ্রাম-৪১০০**

# এক রাজকন্যাকে...

আকাশে-বাতাসে পাখিদের কলকাকলীতে খুঁজি তোমায়। শাপলা পুকুরের বালিহাঁসের জলকেলি, পশ্চিমাকাশে গোধূলির রক্তলাল সূর্য– সবটাতেই যেন তোমার ছায়া। ভোরের ঘাসে শিশিরের ঝলকানি কিংবা বসন্তের কচি কিশলয়ে যেন তোমাকে দেখি। কিন্তু তুমি যেন আলেয়া, যেন মরীচিকা। হাত বাড়ালেই মিলিয়ে যাও দূর দিগন্তে। তুমি কেমন আছো? এক কলম লিখেও কি জানাতে পারো না? এমন কেন তুমি?

**ফরিদ ফেরদৌস, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ**
**৪১৩ # আল বেরুনী হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২**